অর্থনীতি এখন : ম্যাকেনজি-র বানানো প্রতিবেদন

আমার এক বন্ধু ক'দিন আগে ম্যাকেনজি-প্রতিবেদনটি পাঠালো। ভারতের এই এখনকার আর আগামী কালের অর্থনীতি নিয়ে প্রতিবেদন।
'ম্যাকেনজি' নামটা আমি এবং হয়ত আমার মতো যারা, প্রথম শুনি বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে। তখন বামফ্রন্ট সরকার কৃষিকে পুঁজিবাদীদের স্বার্থে সাজাতে চাইছে। বাইরের বাজারের চাহিদা মাফিক কৃষি, ঘরের চাহিদা অনুযায়ী নয়। ম্যাকেনজি সংস্থাটি এই কথাটি মাথায় রেখে একটি প্রতিবেদন বানিয়ে জমা দেয়।
আমরা তখন লিখে, সভা করে, এমন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলাম।
তারপর তো বামফ্রন্ট সরকারই মুছে গেলো। ম্যাকেনজি প্রস্তাবকে কাজে লাগানো হয়নি।

এতদিন বাদে আবার ম্যাকেনজি নামটা শুনতে পেলাম।
প্রতিবেদনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন তা এখনই বলছি না। লেখাটা শেষ করলে আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না।
ম্যাকেনজির প্রতিবেদনে প্রথমে আছে ভারতে কি কি আর্থনীতিক সংকট দেখা দেবে তার বিবরণ। আমরা সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি।
ভারতের অর্থনীতিতে যে যে সংকট দেখা দেবে
১. আর্থনীতিক কাজকর্ম কমে যাবে।
২. অসংখ্য মানুষের জীবন যাপন ঝুঁকির মুখে পড়বে।
৩. জিনিস কেনা কমে যাবে।
৪. ভোগ করা কমে যাবে, যেমন বেড়াতে যাওয়া, হোটেলে খাওয়া দাওয়া, আমোদ করা।
৫. নানা ক্ষেত্রে উৎপাদন কমে যাবে।
৬. চাকরি কমে যাবে।
৭. ঋণ পরিশোধ করা কমবে।
৮. বেকারি বাড়বে।
৯. ব্যবসায় পতন হবে।
১০. কোম্পানির খাতায় নাম নেই এমন শ্রমিকদের কাজ কমবে।
১১. শ্রমিক-কর্মচারির মাইনে কমিয়ে দেওয়া হবে, বসিয়ে দেওয়া হবে
১২. ব্যাঙ্কে টাকা রাখা কমবে।
১৩. ব্যাঙ্কে টাকার পরিমাণ কমবে।
১৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি বাড়বে।
এই বিষয়গুলো আলাদা আলাদা নয়। একটার সাথে আর একটা যুক্ত, জড়িয়ে। একটা হবে বলে আর একটা হবে। একটা হওয়ার জন্য অন্যটা হবে।
এবার এইসব সমস্যার সমাধানের উপায় কি তা প্রস্তাবে বাত্‌লেছে ম্যাকেনজি।

আমি একটা কাজ করছি। প্রথমে ম্যাকেনজির প্রস্তাবটা বলবো, তারপর আমার প্রশ্নটা রাখবো। এইভাবে পরপর সাজিয়ে যাবো।
সাজানোর আগে একটা জরুরি কথা বলে রাখি, যারা পড়ছেন তাদের খেয়াল রাখার জন্য।

সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব শুধুই সরকারের জন্য। বেসরকারি সংস্থাদের কোন দায় নেই। তবুও আমি এদের বিষয়ে বলতে বলতে যাবো।

প্রস্তাব ১। গৃহস্থদের/মধ্যবিত্তদের চাহিদা বাড়াতে হবে, তার মানে তাদের আয়, মাইনে বাড়াতে হবে।
প্রশ্ন : সরকার বাড়াবে কি না জানি না। বেসরকারি সংস্থারা কি বাড়াবে? সরকার কি তাদের বাধ্য করতে পারবে বাড়ানোর জন্য?

প্রস্তাব ২। কোম্পানিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নয় এমন সব শ্রমিকদের সরাসরি সহায়তা দিতে হবে।
প্রশ্ন ১. কোম্পানিরা চুক্তিহীনভাবে শ্রমিকদের কাজে লাগিয়েছে কেন? সরকার এই প্রশ্নটা কি মালিকদের করবে?
প্রশ্ন ২. চুক্তিহীন শ্রমিকদের কাজে লাগাবে বেসরকারি সংস্থা, আর সহায়তা দেবে সরকার। কেন? কেন বেসরকারি সংস্থারা দেবে না? এমন শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে তারাই তো মুনাফা বানাচ্ছে!

প্রস্তাব ৩। ছোটো ও মাঝারি সংস্থাকে ব্যাঙ্ক থেকে নগদ টাকা দিতে হবে, ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই ধরে নিয়েই।
প্রশ্ন ১. একটু থেমে চুপ করে প্রস্তাবের মানেটা বুঝে নিই। ব্যাঙ্কের টাকা তো জনসাধারণের টাকা। তারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন সুদ পাবেন বলে, সুদের টাকায় সংসার চালাবেন বলে, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের। সেই টাকা বেসরকারি সংস্থাদের দিয়ে দিতে হবে ফেরত পাবার কথা না ভেবেই! মানে দান করা। জনগণের জমানো টাকা দান করা। ব্যাঙ্ক তা কিভাবে মেরামত করবে? সাধারণের টাকায় সুদ কমিয়ে দিয়ে, মানে তাদের আয় কমিয়ে দিয়ে?
প্রশ্ন ২. এই টাকা দিয়ে বেসরকারি সংস্থারা শ্রমিকদের ঠিকঠাক মজুরি দেবে তো? সরকার তা নিশ্চিত করতে পারবে তো?

প্রস্তাব ৪। কয়েকটি খারাপ হয়ে যাওয়া অর্থনীতি ক্ষেত্রে সরকারকে টাকা ঢালতে হবে শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য।
প্রশ্ন : সত্যি? শুধুই শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য? মালিকদের বাঁচানোর জন্য নয়?

প্রস্তাব ৫। যে যে ক্ষেত্রে সরকারের/ব্যাঙ্কের টাকা ঢালার কথা বলা হয়েছে, তা হলো ভ্রমণ, লজিস্টিক, গাড়ি, কাপড়, নির্মাণ ও বিদ্যুৎ।
প্রশ্ন : এর মধ্যে কাপড় ও বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় বিষয়। অন্যগুলোতে টাকা ঢালা হবে কেন?

প্রস্তাব ৬। খাদ্যশস্যের দাম বাড়বে। চাষ, ফসল তোলা, সময় মতো ঠিকঠাক করতে হবে। ফসল সরবরাহ ঠিকঠাক রাখতে হবে।
প্রশ্ন : কে ঠিকঠাক রাখবে? সরকার? কৃষি তো এখন সরকারের হাতে নেই। সরকার অনেকদিন ধরেই কৃষি বেসরকারিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এখন সরকার কিভাবে ফেরত আসবে? সরকার কি কৃষিতে ফেরত আসতে চায়?

প্রস্তাব ৭। 'স্ট্রাকচারাল রিফর্ম' আনতে হবে।
প্রশ্ন : কথাটা শুনলেই ভয় করে। ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি কথাটা ছিল 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম'। এর একটাই মানে বোঝা গিয়েছিল। যা কিছু সরকারি প্রকল্প তা বেসরকারিদের দিয়ে দাও। সরকার সব কিছু আর্থনীতিক দায় দায়িত্ব থেকে আস্তে আস্তে সরে আসুক। তাই হয়েছিল। এবার কি তাহলে যেটুকু বাকি আছে, সেটুকুও দিয়ে দেওয়া? কাজ যে শুরু হয়ে গিয়েছে তা দেখা, বোঝা যাচ্ছে।

> *রিফর্ম প্রস্তাব ১। সরকার বিনিয়োগ বাড়াবে। কোথায়? স্বাস্থ্যে, ঘরবাড়িতে, শহর পরিকাঠামোয়।*
> **প্রশ্ন :** এখন তো এই সব জায়গায় আস্তে আস্তে বানানো চলছে পিপিপি মডেল। 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ'। 'পাবলিক'-এর, সরকারের বিনিয়োগ, 'প্রাইভেট'-এর, বেসরকারিদের মুনাফা। এবার কি তাহলে 'পিপিপি' থেকে শুধুই 'পি'? শুরু হয়েছিল 'পাবলিক'-সরকারি উদ্যোগ হিসেবে। মাঝখানে জায়গা বানিয়ে দেওয়া হলো 'প্রাইভেট' বেসরকারিদেরকে। এবার 'পাবলিক', সরকার বাদ। শুধুই 'প্রাইভেট' বেসরকার। পার্টনারশিপ বাদ।

রিফর্ম প্রস্তাব ২। সরকারকে খরচ বাড়াতে হবে।
প্রশ্ন : কোন খাতে? কাদের জন্য? কি উদ্দেশ্যে?

রিফর্ম প্রস্তাব ৩। সরকার দেশি টাকা আর বিদেশি টাকা ঢালবে।
প্রশ্ন : কোন খাতে? কাদের জন্য? কি দরকারে? বিদেশি টাকা পাবে কোথায়? যদি ঋণ করে, শোধ করবে কি ভাবে?

রিফর্ম প্রস্তাব ৪। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'কে বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় জিততে হবে। উৎপাদনের বিষয় বেছে দেওয়া হয়েছে – ইলেক্ট্রনিক, ইলেকট্রিক গাড়ি, ফুড প্রসেসিং, টেক্সটাইল।
প্রশ্ন ১: করোনা-পরবর্তী বিশ্ববাজার কি আর মুক্ত থাকবে? যা খবর আসছে তাতে এবার 'দরজা বন্ধ' করার ডাক আসছে।
প্রশ্ন ২: উৎপাদনের যে যে বিষয় বেছে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্য? কেন দেশের মানুষের পণ্যের উৎপাদনের জন্য সরকারি মদতের বদলে বিদেশের জন্য পণ্যের উৎপাদনে সরকারি মদত দেওয়া হবে?

রিফর্ম প্রস্তাব ৫। 'বেসরকারিকরণ' – বিনিয়োগ পুঁজি বাড়ানোর জন্য 'বেসরকারিকরণ'।
প্রশ্ন : এতক্ষণে তাহলে আসল কথাটা বেরিয়ে এলো! 'বেসরকারিকরণ' তো শুরু হয়ে গেছে। এমনকি লাভজনক সরকারি সংস্থাও বেচে দেওয়া চলছে। এটাই তো ভারতের বেসরকারি পুঁজি আর বিদেশী পরামর্শদাতা, এই যেমন ম্যাকেনজি, এদের চাওয়া।
এখানেই ম্যাকেনজি থেমে থাকেনি। বেসরকারি বড় পুঁজিকে পুঁজি জোগাড় করে দেওয়া গেল, সংস্থা হাতে তুলে দেওয়া হলো। তাতেও হলো না। এবার নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক জুগিয়ে দেওয়া।

'শ্রমিক' বিষয়ে ম্যাকেনজির প্রস্তাবটা কি?
শিল্প এলাকাকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে নিরাপদ করার জন্য।
এর মধ্যে থাকবে শ্রমিকদের ডরমিটরি। বাস করার ঘর নয়, শ্রমিক বসতি নয়, শ্রমিক অঞ্চল নয়। একটা ঘরে পাশাপাশি কিংবা উপর নীচে শোবার জায়গা এবং যতটা পারা যায় কম এবং 'নিয়ন্ত্রিত' ঘোরাফেরা। এই নিয়ন্ত্রিত ঘোরাফেরা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা এলাকার ভিতরে এবং বাইরে, না কি ডরমিটরির ভিতরে এবং বাইরে কোনটা?
কারখানার মধ্যেই পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাশ না করলে? শ্রমিকদের কাজের সময়টাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেওয়া। ঠিক বোঝা গেল না সময়টাকে ভেঙ্গে দেওয়া বলতে কী বোঝানো হলো। সারাদিন ভেঙ্গে ভেঙ্গে ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করিয়ে নেওয়া নয়তো?
এই রকমের শ্রমিক নিয়োগের ধরণের প্রস্তাব করা হয়েছে নির্মাণ শিল্পের জন্যও।
এই হলো মোটামুটি ভারতের অর্থনীতি নিয়ে ম্যাকেনজি প্রস্তাব।
হয়তো আরও কেউ কেউ, সংস্থা, পুঁজি, অর্থনীতিবিদ, পরামর্শ প্রতিষ্ঠান এমনই ভাবছে! কে জানে!

যারা মনে করছেন এই প্রস্তাবটি ভয়ংকর, তারা কথা বলুন, মতামত দিন, প্রতিবাদ করুন।
অন্যদেরকেও বোঝান, জড়ো করুন।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত
কলকাতা, ২৪ জুন, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com